

Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

স্তঁদল : ফরাসী কথাসাহিতের পালাবদলের শিল্পী

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kabir Chowdhury
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.8
Pages	127-131
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

স্তঁদাল : ফরাসী কথাসাহিত্যের পালাবদলের শিল্পী

কবীর চৌধুরী

উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে কথাসাহিত্যের ভুবনে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ও শক্তিশালী শিল্পীর উদ্ভব হয়েছিলো। এঁদের খ্যাতি এবং প্রভাব স্বদেশের গণ্ডী অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জীবদ্দশাতেই, কোন কোন ক্ষেত্রে মরণোত্তর কালে। এ-প্রসঙ্গে সহজেই যাঁদের নাম মনে পড়ে তাঁরা হলেন, আরো কতিপয় প্রখ্যাত কথাশিল্পীর সঙ্গে, স্তঁদাল, ব্যলজাক, ফ্লবেয়ার, এমিল জোলা এবং মোপাসা।

স্তঁদালের জন্ম ফ্রান্সের সুপ্রাচীন মোফস্বল শহর গ্রিনোবলে ১৭৮৩ সালে। প্রকৃত নাম কিন্তু স্তঁদাল নয়, মারি হেনরি বেইল। স্তঁদাল পূর্ব-জার্মানীর একটি ছোট্ট শহরের নাম, অবশ্য তার বানান ভিন্ন, সেখানে লেখকের নামের ইংরেজী বানানে যে এইচ অক্ষর আছে তা অনুপস্থিত। মারি হেনরি বেইল নাম আজ আর প্রায় কারো মনে নেই, ছদ্মনাম স্তঁদালই বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বেইল কিম্বা স্তঁদাল ছদ্মনামের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি চিঠিপত্রে এবং সাহিত্যকর্মে, একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তিন শতাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। স্তঁদাল নামটি তিনি প্রথম ব্যবহার করেন ১৮১৭ সালে প্রকাশিত নানা রোমাঞ্চকর উপাখ্যান ও দুঃসাহসিক মতামত সম্বলিত "রোম, নেপলস এবং ফ্লোরেন্স" নামক তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। মাত্র দু'মাস আগে তিনি ভিন্ন এক ছদ্মনামে "ইতালীয় চিত্রকলার ইতিহাস" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তবে তা ছিল প্রধানতঃ ইতালীয় চারুকলার ঐতিহাসিক এ্যাবে লাঞ্জার অনুকৃতি, কোন মৌলিক রচনা নয়। যে গ্রন্থটি স্তঁদালকে শুধু ফরাসী সাহিত্যের অঙ্গনে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্থায়ী আসন দিয়েছে তার নাম "লাল এবং কালো", প্রকাশ কাল ১৮৩১ সাল। এই উপন্যাসটি ফরাসী কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক পালাবদলের সূচনা করে। স্তঁদালের এই উপন্যাস ফরাসী কথাসাহিত্যকে উচ্ছ্বাস-পূর্ণ, আবেগমুখর, ভাবালুতাময় রোমাণ্টিকতার স্থানে বাস্তবতার শক্ত ভূমিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে দিলো। উপন্যাসটির মটো হিসেবে স্তঁদাল যে-বাক্যাংশটি গ্রহণ করেছেন, তা হল: "সত্য, শুষ্ক সত্য"।

সাত বছর বয়সে মাতৃবিয়োগের পর শিশু হেনরি, পরবর্তীকালের স্তঁদাল, পিতৃসাহচর্যে সুখ বা শান্তি পাননি। বাবা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক, রাজতন্ত্রের সমর্থক, আর হেনরির মধ্যে শুরু থেকেই জেগে উঠেছিলো নিরীশ্বরবাদী ও গণপ্রজাতান্ত্রিক মনোভাব। গ্রিনোবলের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই তার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ষোল বৎসর বয়সে পলিটেকনিক শিক্ষায়তনে ভর্তি হবার জন্য পিতা তাঁকে প্যারিসে প্রেরণ করেন, কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে তিনি প্রেমে পড়ে গেলেন প্যারিসের আনন্দমুখর রাস্তাঘাটের, স্বপ্ন দেখতে লাগলেন ভালোবাসার ও যশোগৌরবের। নেপোলিয়ন সে সময় তাঁর ইতালীয় অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। স্তঁদাল দ্বিতীয় লেফটেন্যান্টের পদমর্যাদা নিয়ে নেপোলিয়নকে অনুসরণ করে লম্বার্ডির প্রান্তরে এগিয়ে গেলেন। তাঁর জীবনের

অন্যতম মধুময় রোমান্টিক অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠলো এই কালটি। ইতালীর মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করছেন এক মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সৈন্যরূপে, ইতালীর প্রেমে পড়ে গেছেন তিনি, প্রেমে পড়েছেন মিলান নগরের এবং জনৈক মিলান-সুন্দরীর। কিন্তু সুন্দরী তাঁকে তাঁর প্রেমের প্রতিদান দিলো না, সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁকে অন্য দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মিলানের বাইরে, ফলে দু'বছর না পেরুতেই স্তঁদাল সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে আবার ফিরে এলেন প্যারিসে।

এবার কি করবেন তিনি? মলিয়েরের মতো কমিক নাট্যকার হবার চেষ্টা করবেন, নাকি দুঃসাহসী এক বিপ্লবী? মার্সেইলে আবার এক প্রচণ্ড প্রণয়পর্বের পর তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বেছে নিলেন সৈনিকের জীবন। অস্ট্রিয়ান অভিযানে গৌরবময় অংশ গ্রহণ শেষে ১৮১১ সালে প্যারিসে ফিরে এসে, ১৮১২ সালে তিনি এবার নেপোলিয়নের গ্র্যাণ্ড আর্মির সঙ্গে রুশ অভিযানে যোগ দিলেন। মস্কোকে তিনি পুড়তে দেখেছেন, পরে রাশিয়া থেকে পিছু হটে আসার সময় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত বেঁচে যান। অবশেষে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করার পর স্তঁদাল বুরবন রাজতন্ত্রের অধীনে স্বেচ্ছায় প্যারিস ত্যাগ করে মিলানে স্ব-আরোপিত নির্বাসন দণ্ড নিলেন।

মিলানে তখন অস্ট্রিয়ান শাসনামল চলছে, বুরবনদের চাইতেও বেশী নিষ্ঠুর ও প্রতি-ক্রিয়াশীল। ১৮১৪ থেকে ১৮২১ পর্যন্ত স্তঁদাল মিলানে ছিলেন। এই সময়ই প্রকাশিত হয় তাঁর "রোম, নেপলস, এবং ফ্লোরেন্স" গ্রন্থটি। লেখা ছাড়া তাঁর সময় কাটতো বিপ্লবী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনে, অপেরা দেখে, আর প্রেমলীলায়। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা ছিলো প্রায়ই ব্যর্থতার, বঞ্চনার ও বেদনার। ১৮০১ সালে যে মিলান-সুন্দরী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁকে স্তঁদাল আবার খুঁজে বার করেন এই সময়, এবং এবার তাদের মিলনে কোন বাধা ঘটলো না। কিন্তু মহিলা এমন ব্যাপক হারে তাঁকে প্রবঞ্চনা করতে শুরু করলেন যে অল্পকালের মধ্যেই স্তঁদাল সকলের উপহাসের পাত্র হয়ে উঠলেন। কিছুকাল পর স্তঁদাল উন্মত্ত প্রেমে পড়লেন কাউন্টেস মেটিলডা ডেমবোস্কার। এই সুন্দরী মহিলা ছিলেন একজন কড়া বিপ্লবী। স্তঁদালের প্রেমের আহ্বানে তিনি সাড়া দিলেন না। এই মহিলা এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে নিজের যোগাযোগের কারণে স্তঁদাল সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরাগ ও সন্দেহভাজন হলেন। ১৮২১ সালে অস্ট্রিয়ানরা তাঁকে মিলান ত্যাগ করে চলে যাবার জন্য সতর্ক করে দিলো।

মিলান ত্যাগ করে আবার প্যারিসে প্রত্যাবর্তনের পর স্তঁদাল দেখলেন যে বুরবনদের আমলে তাঁর জাগতিক উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। এবার নিজেকে তিনি পেশাদার লেখকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আন্তরিক প্রয়াস পেলেন। ১৮২২ সালে প্রেমকলার উপর তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন যাতে তিনি প্রেমের নানা রীতি, প্রকরণ, উপাদান প্রভৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির চিত্রও তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। কিন্তু বইটি তেমন কোন সাড়া জাগাতে সক্ষম হল না। ১৮২৩ সালে প্রকাশিত "রসিনির জীবনী" তুলনামূলকভাবে সার্থকতর। বিলেতে গ্রন্থটির একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮২৭ সালে প্রকাশিত হয় "আরমান্স" নামের একটি উপন্যাস এবং ১৮২৯ সালে "রোম ভ্রমণ" নামের একটি ভ্রমণকাহিনী। কিন্তু এসব রচনার কোন একটির মধ্যেও প্রতিভার দ্যুতি বা অসাধারণত্বের স্বাক্ষর নেই। তবে তার নির্ভুল সাক্ষাৎ পাওয়া গেল ১৮৩১ সালে প্রকাশিত স্তঁদালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "লাল এবং কালো"-তে।

এর আগেই অবশ্য স্তঁদালের ব্যক্তিগত জীবনে রাজনৈতিক দিক থেকে শুভ পালা-বদল ঘটে গেছে। দেশ হিসেবে ফ্রান্সের জীবন সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। ১৮৩০-এর

মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সের বুরবন রাজা দশম চার্লস সিংহাসনচ্যুত হ'ন এবং তাঁর জায়গায় এলেন লুই ফিলিপ, যিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই কতিপয় সংস্কারের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। "লাল এবং কালো" উপন্যাসের রাজতন্ত্রবিরোধী বিপ্লবাত্মক মন্তব্য, পটভূমি ও পরিবেশ সত্ত্বেও এবার তার প্রকাশ্য উপস্থিতিতে আর বাধা থাকলো না।

এই উপন্যাসের "লাল" হচ্ছে সামরিক পেশা এবং ফরাসী সমাজের বিপ্লবী উপাদানের প্রতীক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে '৯৩-এর সৈনিকদের পোষাক ছিলো লাল রং-এর। "কালো" হচ্ছে একদিকে ধর্মযাজকগোষ্ঠী অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া এবং নির্যাতনের প্রতীক। উপন্যাসের নায়ক জুলিয়েন সোরেল প্রচণ্ড উচ্চাশা-তাড়িত, প্রায় নেপোলিয়নীয়, এবং তার মধ্যে নীতিজ্ঞানের কোন বালাই নেই। জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হবে, প্রেমে তাকে জয়ী হতে হবে, অপরের উপর তার প্রভুত্বকে করতে হবে অপ্রতিরোধ্য এবং তর্কাতীত। এই হল তার দর্শন।

জুলিয়েনের আন্তরিক কামনা সৈনিক হিসেবে গৌরব অর্জনের, কিন্তু সে জানে যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবন রাজতন্ত্রের অধীনে প্রতিভাবান যুবকের জন্য যে একমাত্র পেশার দ্বার উন্মুক্ত তা ধর্মযাজকের। তাই শীতল মস্তিষ্কে সে ওই পেশাই বেছে নিতে মনস্থ করে। কিন্তু তার আগে সে একটি ছোট শহরের মেয়র এম. ডি. রেনালের সন্তানদের গৃহশিক্ষকের কাজে যোগ দেয়। এবং অল্পদিনের মধ্যেই জুলিয়েন মেয়রের স্ত্রীর প্রেমে পড়ে। উপন্যাসের এই পর্বে এবং অন্যত্রও স্তঁদাল গভীর বাস্তবতাবোধ এবং নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। জুলিয়েনের জন্ম অনভিজাত চাষী পরিবারে। সে একটা হীনমন্যতাবোধ দ্বারা পীড়িত, এবং এই বোধ থেকে সে মুক্তি লাভ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিত্তশালী এবং অভিজাত মেয়র-পত্নীকে সে নিজের অঙ্কশায়িনী করতে চায় কোন গভীর হৃদয়াবেগের তাড়নাতে ততটা নয়, যতটা নিজের মর্যাদা, প্রভুত্ব ও শক্তি প্রতিষ্ঠা করার তাগিদে। সমস্ত ব্যাপারটা সে পরিচালনা করে একটা যুদ্ধের মতো, এবং এখানে স্তঁদালের উপমা, চিত্রকল্প ও ভাষা ব্যবহারও যুদ্ধের অনুষঙ্গ-লালিত। মেয়র-পত্নীর ভালোবাসা লাভ করা জুলিয়েনের কাছে একটা বীরত্ব-ব্যঞ্জক কর্তব্যের রূপ নিয়ে ধরা দেয়। এর সঙ্গে এক ধরনের শ্রেণীচেতনা, বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গি ও রাজনৈতিক আবগেও এসে মিলিত হয়। জনৈক সমালোচক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "Poor low-born Julien Sorel, eaten up with Napoleonic ambition, and tortured not with his love for this or that woman but with need to prove in love-affairs with aristocratic persons the prestige of his personality—there we have somthing of first rate importance in normal psychology, almost altogether neglected in fiction." [১] সর্ব প্রকার নীতিমালা বর্জন করে আত্মপ্রতিষ্ঠায় জুলিয়েনের এই একাগ্রতা লক্ষ্য করে ড্রিঙ্কওয়াটার লিখেছেন: "The principal figure of 'The Red and the Black' is a consummate scoundrel who contrives to have a particularly pleasant life through the force of his entirely amoral character."[২] কিন্তু শেষ পর্যন্ত জুলিয়েনের জীবন আনন্দময় পরিবেশে চরম পরিণতি লাভ করে না। মেয়র-পত্নীর সঙ্গে তার গুপ্ত-প্রণয় যখন আর সম্পূর্ণ গোপন থাকে না, তখনও অবশ্য ভদ্রমহিলার সুচতুর হস্তক্ষেপে জুলিয়েন তাঁর গৃহ থেকে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে বিতাড়িত হবার পরিবর্তে একটি সেমিনারিতে প্রেরিত হল। সেখানে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, লেখাপড়ায় সাফল্য এবং অধ্যবসায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মার্কুই ডি লা মেলে, একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ফরাসী অভিজাত ভদ্রলোক, তাকে প্যারিসে আহ্বান করে তাঁর একান্ত সচিবের পদে জুলিয়েনকে নিয়োগ করলেন। এবং প্রত্যাশিত ভাবে, জুলিয়েন

ভদ্রলোকের তরুণী কন্যা মাটিল্ডার পদস্খলন ঘটিয়ে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুললো। মাটিল্ডা সন্তানসম্ভবা হলে মার্কুই কেলেঙ্কারী এড়াবার উদ্দেশ্যে জুলিয়েনের জন্য সেনাবাহিনীতে একটি কমিশন যোগাড় করলেন, তাকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন, এবং কন্যার সঙ্গে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন। জুলিয়েনের সমগ্র জীবনের উচ্চাভিলাষ যখন জয়যুক্ত হতে চলেছে ঠিক সেই সময় মাদাম ডি রেনালের এক চিঠিতে তার পূর্ব অপকীর্তির কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। লজ্জা, অপমান ও ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে জুলিয়েন গীর্জায় তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে এবং তার এই ঘৃণ্য অপরাধের জন্য প্রায় জোর করে নিজের ওপর সে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ডেকে আনে। উপন্যাসের শেষ পর্বে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত জুলিয়েনের সঙ্গে মাদাম ডি রেনালের সমঝোতা হয়, এবং মৃত্যুর পর মাটিল্ডা তার প্রেমিকের ছিন্ন মস্তক নিজের হাতে সমাধিস্থ করে।

স্পষ্টতঃই উপন্যাসটিতে বাস্তবতার বহুল প্রয়োগ সত্ত্বেও তা সম্পূর্ণ রোমাণ্টিকতা বর্জিত নয়। সেই কারণেই স্তঁদালের কথা বলতে গিয়ে ওয়ারেন বীচ লিখেছেন: "He is a great romantic personality, and he writes well—with gusto, wit and force"।[৩] "লাল এবং কালো" উপন্যাসে স্তঁদাল কিভাবে তার চাষী পরিবারের নায়ক নিজের প্রগতিশীল চরমপন্থী মতবাদ গোপন করে ফরাসী অভিজাত সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, লাভ করে প্রেমলীলায় সহজ সাফল্য, সে-ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। স্তঁদাল এই উপন্যাসে রাজনীতি, সামরিক পেশা ও সমাজ জীবনের উঁচু মহলে বিরাজমান নানা গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়, উপন্যাসের নায়ক জুলিয়েন সোরেল "embodied the conflicting elements of Stendhal's own character : cynicism and idealism, realism and romanticism, a coldly calculating mind in the service of violent passions।"[৪] স্তঁদালের জীবদ্দশায় কিন্তু সমালোচকবৃন্দ উপন্যাসটির প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। অনেকেই উপন্যাসটির জটিলতা এবং এর মধ্যে রাজনীতি, সামরিক আবহ এবং প্রেমের সহ-অবস্থানে বিভ্রান্ত বোধ করেছেন। সেই সময়কার সব চাইতে প্রভাবশালী ফরাসী সাহিত্য-সমালোচক জুলে জালিঁ গ্রন্থটিকে তুলনা করেন "an amphitheater for the dissection of moral leprosy"-র সঙ্গে।[৫]

ফ্রান্সে লুই ফিলিপের নতুন সরকারের আমলে স্তঁদাল তাঁর বন্ধুবান্ধবদের প্রচেষ্টার ফলে একটি কনস্যুলার পদ লাভ করে ট্রিয়েস্ট যান, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক পূর্ব ইতিহাসের কারণে অস্ট্রিয়ানরা তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাঁকে তখন বদলি করা হল সিভিতাভেচিয়ায়, এবং জীবনের বাকী সময়টুকু তিনি ওই নিস্তরঙ্গ শান্ত বন্দরে কনসাল হিসেবে কাটিয়ে দেন, যদিও মাঝে-মাঝেই দীর্ঘ ছুটি নিয়ে প্যারিসে বাস করা থেকে নিজেকে তিনি বঞ্চিত করেননি। তাঁকে কনসাল হিসেবে তেমন কোন গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়নি, কাজের প্রকৃতি এবং পরিমাণও ছিলো লঘু। ফলে তিনি প্রচুর লেখার সময় পান এবং লেখেনও তিনি অনেক। তবে তাঁর জীবিতকালে এই সময়ে রচিত স্তঁদালের মাত্র দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: প্রথমটির নাম "এক পর্যটকের স্মৃতি কথা (১৮৩৮), এবং দ্বিতীয়টির "দি চার্টারহাউস অব পার্মা" (১৮৩৯)। শেষের গ্রন্থটি স্তঁদালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি, শৈল্পিক দিক থেকে অনেকের বিবেচনায় "লাল এবং কালো"-র প্রায় সমকক্ষ। ফরাসী কথাসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল ব্যলজাক

গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন, কিন্তু বাজারে বইটির তেমন কাটতি হল না। স্তঁদাল নিজেকে তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি লিখি গুটিকয়েক গুণী মানুষের জন্য।" তিনি আরো বলেছিলেন, "১৮৮০ কিম্বা ১৯০০ সালের দিকে মানুষ আমার লেখা পড়বে।" প্রকৃতপক্ষে তাঁর দু'টি অসমাপ্ত উপন্যাস "ল্যামিয়েল" এবং "লুসিয়েন লিউয়েন" প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৯ এবং ১৮৯৪ সালে; "মেমোয়রস অব এ্যান ইগোস্টিস্ট" প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে; এবং তাঁর চমকপ্রদ আত্মজৈবনিক গ্রন্থ "হেনরি ব্রুলার্ডের জীবনী" প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৪২ সালে এই শ্রেষ্ঠ ফরাসী কথাশিল্পীর মৃত্যু ঘটেছে, তাঁর মৃত্যুর পর পার হয়ে গেছে অর্ধশতাব্দীরও বেশী কাল।

স্তঁদালের "লাল এবং কালো" ফরাসী কথাসাহিত্যের অঙ্গনে সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো, যদিও তাৎক্ষণিকভাবে নয়। রোমাণ্টিকতার পাশাপাশি বাস্তবতাকে উপস্থিত করে এবং উপন্যাসের আঙ্গিনায় রাজনীতিকে ডেকে এনে স্তঁদাল সেদিন কথাসাহিত্যের অগ্রযাত্রায় নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকেও "লাল এবং কালো"র নায়ক জুলিয়েন ছিলো প্রাণবন্ত এবং অগতানুগতিক, "a new character in fiction : the outsider, the upstart, who remains at heart a romantic idealist."[৬]

তথ্যনির্দেশ

১ Joseph Warren Beach, The Twentieth Century Novel, First Indian Edition, Layall Book Depot, Ludhiana, 1969, p. 225

২ The Outline of Literature, ed. by John Drinkwater, Newnes, London, revised edition 1962, p. 599

৩ Beach, Twentieth Century Novel, p. 255

৪ Malcolm Cowley and Howard E. Hugo, The Lesson of the Masters, Charles Scribner's Sons, New York, 1971, p. 120

৫ Ibid, p. 121

৬ Ibid, p. 133